2

দৈনিক বাংলা

তারিখ ...14 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৩.....

পাঠাগার হারিয়ে যাচ্ছে

পাঠাগারে এখন আর পাঠক পাওয়া যায় না

ভিডিও সংস্কৃতির দাপটে পাঠাভ্যাস এখন একেবারেই কমে গেছে। পাঠকেরা হালকা ধরনের বই পড়তে পছন্দ করেন। চিন্তাশীল ও মননশীল বইয়ের কাছ থেকে শত হাত দূরে অবস্থান করেন সাধারণ পাঠকেরা। প্রয়োজন ছাড়া এখন ভারি বই পড়তে কেউ আগ্রহী নন। যে বই পড়ে টাকা উপার্জন করা যায় না, সেই বই পড়বে এমন বোকা মানুষ এখন এই সমাজে দুর্লভ।

যুগ পাল্টে যাচ্ছে অতিদ্রুত।

একটি ঢেউকে বুঝতে না বুঝতে আরেকটি ঢেউ এসে ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে সবকিছু। আমরা কোথাও দাঁড়াতে পারছি না। সংস্কৃতি এখন পণ্যবাজার দখল করেছে। আমাদের প্রবহমান জীবন-যাপন ঠিক এখন আমাদের হাতে নেই। বিজ্ঞানের অতিদ্রুত অভাবনীয় সব আবিষ্কার আমাদের চিন্তাগুলোকে দানা বাঁধতে দিচ্ছে না। আমরা স্থির হতে চাই। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সেই সুযোগ ও সময় কোথায়?

আলোচনা হচ্ছে পাঠাভ্যাস নিয়ে।

একদা এই বাংলাদেশেই ঢাকা ছাড়াও সুদূর মফস্বলে নামী-অনামী অনেক লাইব্রেরী বা পাঠাগার ছিল। এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামেও ইশকুলকে কিংবা কোন সংগঠনকে কেন্দ্র করে পাঠাগার গড়ে উঠতো। কোন সংস্কৃতিবান কিংবা রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তি পাঠাগার পরিচালনার দায়িত্ব নিতেন। পাঠকেরা আসতেন। একটি পাঠাগারকে কেন্দ্র করে নিয়মিত জ্ঞানচর্চার পথ তৈরি হতো। পাঠাগারকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

আজ সেইসব পাঠাগারের হতশ্রী, বিবর্ণরূপ নিশ্চয়ই আমাদের ব্যথিত করে তোলে। কোথায় গেল জীবনের সেই স্পন্দন ও অনুভূতি? কোথায় গেল জীবনের সেই তৃষ্ণা?

জীবন এখন অনেক কঠিন।

মধ্যবিত্ত জীবনে নেই অনাবশ্যক সময়। জীবিকার সন্ধানে, একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রাণপাত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিত্ত নেই, চিত্তের মুক্তির কথা ভাবার সময় কোথায়? দৈনন্দিন সংবাদপত্র পড়ারও অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জীবিকার ব্যস্ততায়। মধ্যবিত্ত নগরজীবনে ব্যক্তিগত কাজের পাহাড় জমে থাকে। দম ফেলার ফুরসত নেই। পাঠাগার কেঁদে মরে। পাঠাগার অপেক্ষায় থাকে। কোথায় সেই জীবনের প্রেরণা? কোথায় বই পড়ার প্রেমে ব্যাকুল মধ্যবিত্ত-মানুষ? কোথায় বইকে যিনি ভালোবাসেন এমন মানুষ? কোথায় পাবো তারে যিনি জ্ঞান চর্চায় আকুল? আমাদের সমাজ জীবনে বিরল হয়ে উঠছে ক্রমেই এই শ্রেণীর মানুষ। এখন একজনের পক্ষে শুদ্ধ বাংলা না শিখেও এম এ পাস করা সম্ভব। ইংরেজী ভাষা চর্চার উদ্যোগ বহুদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।

স্যাটেলাইটের যুগে তবে কি পাঠাভ্যাসের মৃত্যু ঘটে গেছে? টিভি কি তবে আমাদের সকল স্বপ্ন, অনুভূতিকে কেড়ে নিলো? আমাদের মন ও মনন কি এখন আর গ্রন্থের অক্ষরমালায় স্বস্তি খুঁজে পায় না?

নিশ্চয়ই পায়।

মুষ্টিমেয় মানুষ এখনও চিন্তাশীল। মননের চর্চায় নিবেদিত। এখনও সাধারণ কিছু শ্রেণীর মধ্যে সিরিয়াস বই পড়ার প্রবণতা আছে। এখনও মানুষ পাঠাগারে যেতে চায়।

কিন্তু এই ঢাকা শহরের বিশাল, বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়টি লাইব্রেরি রয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে-গলিতে অসংখ্য ভিডিও ক্লাব। আপনি একটি লাইব্রেরিও খুঁজে পাবেন না। হাতের সামনে লাইব্রেরি না থাকলে বই পড়ার অভ্যাস একসময় নষ্ট হতে বাধ্য।

পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে শাহবাগে। অফিসের কাঁটা ধরে এই লাইব্রেরির সময় এগিয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া চাকরিজীবীদের পক্ষে এই লাইব্রেরি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরিও তথৈবচ। শিশু একাডেমীর পাঠাগার খোলা থাকে স্কুলের চলাকালীন সময়ে। তাই সেখানে কাক-পক্ষীরও দেখা পাওয়া যায় না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি বিকেল থেকে রাত অবধি খোলা থাকে। এখানে প্রতিদিন কিছু কিছু পাঠকের সমাগম ঘটে। এর কার্যক্রম ব্যাপক নয়। গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার, মহানগর পাঠাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পাঠাগার-সবখানেই যেন মৃত্যুপুরীর মত নীরবতা।

ব্যক্তিগত ও সরকারী পর্যায়ে পাঠাগার আন্দোলনকে তীব্রতর করা প্রয়োজন। আমরা সবাই মুখে মুখে ভারি ভারি কথা বলি। কাজের বেলায় লবডঙ্ক। স্কুল পর্যায় থেকে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির উদ্যোগ না নিলে এই জাতির শক্তিমান আগামী প্রজন্ম স্থবির হয়ে পড়তে বাধ্য। পাঠাভ্যাস-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ইশকুল পর্যায়ে লাইব্রেরি বানাতে হবে। আর বই পড়ার ব্যাপারে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। নইলে লাইব্রেরিতে আর মানুষ যাবে না।

কারণ যুগের হাওয়া প্রতিদিনই বদলে যাচ্ছে।